

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

12459 - সদাকাতুল ফতির এর হুকুম ও এর পরমাণ

প্রশ্ন

প্রশ্ন:

(لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر)

(অর্থ- সদাকাতুল ফতির না দয়া পর্যন্ত রমযানরে রযো উত্তোলন করা হয় না) এ হাদিসটি কি সহি? যদি কোন রযোদার মুসলমি নজিহে অস্বচ্ছল হন এবং যাকাতরে নসিবরে মালকি না হন; এ হাদিসরে শুদ্ধতার কারণে কথিবা সুন্নাহভিত্তিকি অন্য কোন সহি শরয়ি দললিরে কারণে তার উপরেও কি সদাকাতুল ফতির দয়া ওয়াজবি হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

ঈদরে রাত ও ঈদরে দিনে যার কাছে তার নজিরে ও তার দায়তিবে যাদরে পোষণ অর্পতি তাদরে খাদ্যরে অতিরিক্ত এক সা' বা তদুর্ধ পরমাণ খাবার থাকে তার উপর সদাকাতুল ফতির ফরয। দললি হচ্ছে এ বযিয়ে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হাদিস তিনি বলনে: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যকে স্বাধীন-ক্রীতদাস, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় মুসলমানরে উপর যাকাতুল ফতির বা ফতির ফরজ করছেন: এক সা' পরমাণ খজের কথিবা যব। মানুষ ঈদরে নামাযে বরে হওয়ার পূর্বহে তিনি তা আদায় করার আদশে দযিছেন। [সহি বুখারী ও সহি মুসলমি, ভাষ্যটি সহি বুখারীর]

আরকেটি দললি হচ্ছে- আবু সাঈদ আলখুদরী রাদয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি হাদিস তিনি বলনে: “আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সময়ে যাকাতুল ফতির (ফতির) হিসাবে এক সা' খাদ্যদ্রব্য অথবা এক সা' খজের অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' কসিমসি অথবা এক সা' পনির প্রদান করতাম।” [সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

দশীয় খাদ্যদ্রব্য দযি ফতির আদায় করলেও জায়যে হব; যমেন- চাল বা এ জাতীয় অন্য কছি।

এখানে সা' বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সা'। উক্ত সা' এর পরমাণ ছিলি- একজন সাধারণ গড়নরে মানুষরে দুই হাতভর্তি চার কোষ।

যদি কেউ যাকাতুল ফতির আদায় না করে সে গুনাহগার হব এবং কাযা আদায় করা তার উপর ফরজ হব।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পক্ষান্তরে, আপনি যবে হাদিসটি উল্লেখ করছেন আমরা এর শুদ্ধতা সম্পর্কে কিছু জাননি।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি আপনাকে তাওফিক দনি, আমাদেরকে ও আপনাদেরকে নকে কথা ও কাজ করার সামর্থ্য দনে।

আল্লাহ তাওফিকদাতা।